যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি বেড়েছে ২৬ শতাংশের বেশি



সংগৃহীত ছবি

২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি ২৬.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে বৈশ্বিক পোশাক আমদানি কমেছে ৫.৩০ শতাংশ। প্রতিযোগী দেশ চীনের রপ্তানি কমলেও ভিয়েতনাম ও ভারতের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ এখন এমন একটি ইউনিট মূল্য ধরে রাখতে সক্ষম, যা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক গড় মূল্যের কাছাকাছি এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা 'অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল' (ওটেক্সা)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বব্যাপী পোশাক আমদানির পরিমাণ ৫.৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে একই সময়ে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি বেড়েছে ২৬.৬২ শতাংশ, যা বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির প্রমাণ।

প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে চীনের রপ্তানি কমেছে ১৮.৩৬ শতাংশ, অন্যদিকে ভিয়েতনাম ও ভারতের রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রমে ৩২.৯৬ শতাংশ ও ৩৪.১৩ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি কমেছে ১৯.৮২ শতাংশ, আর কম্বোডিয়ার বেড়েছে ১০.৭৮ শতাংশ।

ইউনিট মূল্যের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির ইউনিট মূল্য কমেছে ১.৭১ শতাংশ, যেখানে বাংলাদেশের ইউনিট মূল্য বেড়েছে ৭.৩০ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে, চীন ও ভারতের ইউনিট মূল্য যথাক্রমে ৩৩.৮০ শতাংশ ও ৪.৫৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে; বিপরীতে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার ইউনিট মূল্য বেড়েছে যথাক্রমে ৬.৬৪, ৭.৩৮ ও ৩৮.৩১ শতাংশ।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, "বাংলাদেশ এখন এমন একটি ইউনিট মূল্য ধরে রাখতে সক্ষম, যা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক গড় মূল্যের কাছাকাছি। আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ইউনিট মূল্য বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এতে রপ্তানির পরিমাণ না বাড়িয়েও মোট আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সম্ভব।"

তিনি আরও বলেন, "২০২৪ সালে চীন ও ভিয়েতনামের রপ্তানি মূল্য প্রায় সমান হলেও ভিয়েতনামের রপ্তানি পরিমাণ ছিল চীনের অর্ধেকেরও কম। এর মূল কারণ, ভিয়েতনাম উচ্চমূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। বাংলাদেশকেও এখন কম দামের পণ্যের পরিবর্তে উচ্চমূল্যের, মানসম্মত পণ্যে মনোযোগ বাড়াতে হবে।"

সূত্র: বাসস